যুগান্তর

তারিখ 15 JUN 2012

কোচিংকে শেষ পর্যন্ত বৈধতা দিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

অভিভাবকসহ বিভিন্ন মহলে তীব্র সমালোচনা

কোচিংকে শেষ পর্যন্ত বৈধতাই দিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে ফি পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিচ্ছে তারা। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায়ই এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। যা মন্ত্রণালয় শিগগিরই নীতিমালা আকারে জারি করবে। মন্ত্রণালয়ের এমন উদ্যোগে সমালোচনা উঠেছে বিভিন্ন মহলে। বিশেষ করে ফি নির্ধারণ করায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা বেতন-ভাতা দিচ্ছে শিক্ষকদের। বিনিময়ে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হল শিক্ষকরা ক্লাসে ঠিকমতো পাঠদান বা শিক্ষাদান করে কি না এবং না করলে তা নিশ্চিত করা। কিন্তু তা না করে প্রকারান্তরে কোচিংকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হচ্ছে। তারা আরও বলেন, এর মাধ্যমে সারাদেশে কয়েক কোটি অভিভাবকের জিম্মি হওয়ার আশংকা রয়েছে। শিক্ষকদের অনেকে এমনিতেই ক্লাসরুমে আগ্রহী নয়। দিনের শুরু করেন প্রাইভেট কোচিং দিয়ে। স্কুলে যান বিশ্রাম নিতে। আর বিকালে ফিরে একই ব্যবসা করেন। এখন লুকিয়ে করলেও তখন এটার জন্য আর রাখঢাক থাকবে না।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সরকারের এই পদক্ষেপকে 'দুঃখজনক' আখ্যায়িত করে যুগান্তরকে বলেন, সরকারের নীতি হল কোচিং তুলে দেয়া। শিক্ষানীতিতে রয়েছে বিষয়টি। সেখানে মন্ত্রণালয় কি করে কোচিং করানো নীতিমালা করতে পারে? এটা তো সরকারের নিজের নীতিরই বরখেলাপ। তিনি বলেন, এই নীতিমালা করা হলে এর মাধ্যমে প্রথমেই ক্লাসরুমের পাঠদান নিরুৎসাহিত হবে।

বৈধতা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বৈধতা : কোচিংকে

(২০ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয়ত কোচিংকে বৈধতা দেয়ার মাধ্যমে ক্লাসরুমের পাঠদান না করানোর ব্যাপারে শিক্ষকরা উৎসাহিত হবেন। কোচিং না করলে ও শিক্ষককে 'চাঁদা' না দিলে শিক্ষার্থী পাস করবে না। সরকার এটা করতে পারে না। কেননা সরকারের দায়িত্ব ক্লাসরুমের পাঠদান এবং শিক্ষা এমনভাবে নিশ্চিত করা, যাতে শিক্ষার্থীর কোচিং তো দূরের কথা, বাড়িতেও পড়তে না হয়।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সাংবাদিকদের বলেন, কোচিং বাণিজ্যের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে এসেছে। কোচিংয়ের নামে লুণ্ঠন, শোষণ ও বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। কোচিংয়ের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ আদালতে রিট পিটিশন (৭৩৬৬/২০১১) দায়ের করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দেন সর্বোচ্চ আদালত।

কোচিং নিয়ে বৈঠক : বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে কোচিং নিয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ছাড়াও ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, বৈঠকে আগে তৈরিকৃত একটি খসড়া নীতিমালা পেশ করা হয়। ওই নীতিমালাটি তৈরি করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর-রশীদের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি কমিটি। বৈঠক শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন তথ্য অবহিত করেন।

সংবাদ ব্রিফিং : ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান, শিক্ষকরা নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। এ নিয়ে প্রণীত নীতিমালা দ্রুত কার্যকর করতে নির্দেশ জারি করা হবে। তিনি আরও জানান, নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াতে না পারলেও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে (দিনে) পড়াতে পারবেন তারা। তবে এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে তাদের জানাতে হবে। আর নিজ প্রতিষ্ঠানের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে প্রতিমাসে অতিরিক্ত ১২টি ক্লাস নিতে পারবেন শিক্ষকরা। এক্ষেত্রে মহানগর এলাকায় প্রতিটি ক্লাসের জন্য ৩০ টাকা, জেলা পর্যায়ে [illegible] টাকা এবং উপজেলা পর্যায়ে ১৫০ টাকা নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে কোন শিক্ষার্থীকে অবশ্য জোর করা যাবে না। অভিভাবকদের মতামতের ভিত্তিতে এ ক্লাস নিতে হবে। এ অর্থের ১০ ভাগ পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, মূল্যায়ন পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক খরচ ও সহায়তাকারী কর্মচারীদের ব্যয় বাবদ স্কুলে কেটে রাখা হবে। নীতিমালা অনুসরণ না করলে এমপিও বন্ধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রাখা হয়েছে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নীতিমালা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে। তদারকি কমিটি গঠনে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মাউশি ও শিক্ষা বোর্ডকে সম্পৃক্ত করা হবে। মনিটরিং কমিটি তিন মাস পর পর প্রতিবেদন দেবে।

২০০ নয় ৩০০ টাকা : বৈঠক সূত্র জানায়, নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের আগে অথবা পরে অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোচিংয়ের ক্ষেত্রে খসড়া নীতিমালায় মহানগরে প্রতি শিক্ষার্থীকে ২০০ টাকা, জেলা পর্যায়ে ১৭৫ টাকা এবং উপজেলা পর্যায়ে ১০০ টাকা করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু বৈঠকে অতি উৎসাহী কিছু সরকারি কর্মকর্তা আর শিক্ষকদের চাপে তা মহানগরে ৩০০, জেলায় ২০০ আর উপজেলায় ১৫০ টাকা করা হয়।

জানা গেছে, বৈঠকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোচিংয়ের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন রাজধানীর ক্যামব্রিয়ান স্কুল ও কলেজের চেয়ারম্যান লায়ন এমকে বাশারসহ কয়েকজন শিক্ষক। এর বাইরে তিনি সব ধরনের কোচিং বন্ধ করে ক্লাসরুমে পাঠদানেরও পরামর্শ দেন। এ ব্যাপারে লায়ন বাশার যুগান্তরকে বলেন, সরকার মানসম্মত শিক্ষা ও ক্লাসরুমের পাঠদান নিশ্চিত করতে না পেরেই এভাবে বাড়তি ক্লাস ও কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। এটা নৈতিক হয়নি।

তিনি আরও বলেন, যেখানে সরকার ৩৫ হাজার স্কুলকে নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং করতে পারে না, সেখানে ৫ লাখ শিক্ষক কোচিং করালে সেটা কিভাবে মনিটরিং করবে। ক্যজনের বাসায় যাবে কমিটি। বাণিজ্য এতে মহামারীর আকার ধারণ করবে বলে মনে করেন তিনি।

বাণিজ্যিক কোচিংয়ের কী হবে : বাণিজ্যিক কোচিং বা স্কুলকেন্দ্রিক নয় এমন কোচিং সেন্টার বন্ধের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষকরা। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের অধ্যক্ষ বলেছেন, সরকারের উচিত হবে এইটা বন্ধ করা। আরেক স্কুলের শিক্ষকের কাছে কোচিং করায় বৈধতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে কে। ভিকারুননিসার অধ্যক্ষও বাণিজ্যিক কোচিং বন্ধের পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সংবাদ ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসব কোচিং সেন্টার বন্ধে আলাদাভাবে একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। একই দিন মন্ত্রী সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সরকারি দলের সদস্য নজিবুল আলম চৌধুরীর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, যেসব শিক্ষক ক্লাসে পাঠদান না করে কোচিং-বাণিজ্যে নিয়োজিত রয়েছেন, তাদের তালিকা করা হচ্ছে।